সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের দুর্নীতির ফিরিস্তি!

আলমডাঙ্গার সর্বোচ্চ দুই কর্মকর্তার পক্ষ থেকে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে নিয়মিত অফিস করতে আল্টিমেটাম দেওয়ার পর অফিসের অনেকেই মুখ খুলছেন। বেরিয়ে আসছে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকা মামুন বাবরের সব কুকীর্তির কথা। কিভাবে তিনি আলমডাঙ্গাবাসিকে কল্পনার ক্ষমতার ফানুস দেখিয়ে দাবিয়ে রাখে সেই গল্পও উঠে আসছে নানা লোকের মুখের বর্ননায়।

প্রশ্ন উঠেছে, কি তার ক্ষমতা? কেন তিনি সকালের অফিস বিকেলে আসেন? আর প্রকাশ্যে কিভাবে দুর্নীতির টাকার ব্যাগ গুছিয়ে তিনি অফিস ছাড়েন? আলমডাঙ্গার মানুষ দেখেও কেন না দেখার ভান করে থাকেন? এরকম অনেক প্রশ্ন মানুষের মাথায় মাথায় ঘুরছে। কিন্ত এক অদৃশ্য শক্তির কারণে এর ঠিক উত্তর কেউ খুঁজে পাচ্ছে না।

সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের শক্তির উৎস কোথায় তা কেউ ঠিক মত না জানলেও তার অবৈধ আয়ের কয়েকটি খাত উল্লেখ করেছেন ভুক্তভোগীরা। সূত্র থেকে জানা গেছে, বৃহৎ আলমডাঙ্গা উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে সপ্তাহের তিনদিনে কমপক্ষে তিন‘শ দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে। এরমধ্যে খারিজবিহীন প্রতি দলিল রেজিস্ট্রি করতে তিনি নেন ৬ হাজার টাকা। আবার খারিজবিহীন এই দলিলে অন্য দলিলের রেফারেন্স এলে তার প্রতি দলিল বাবদ দেওয়া লাগে আরো ৬ হাজার টাকা করে। খারিজবিহীন একটি দলিলে যদি আরো অন্য চারটি দলিলের রেফারেন্স আসে তাহলে তাকে দেওয়া লাগে ৩০ হাজার টাকা।

এছাড়া, সার্টিফাইড রেকর্ড বাদে প্রতি দলিলে তাকে দেওয়া লাগে ১ হাজার করে টাকা। সূত্র মতে, দিনের বেশীরভাগ দলিলই সার্টিফাইড রেকর্ড বাদে রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে। অনেক দলিল রেজিস্ট্রি হয় খাজনা রশিদ বাদে। এই দলিলেও দেওয়া লাগে ১ হাজার করে টাকা।

এছাড়া, প্রায় প্রতিদিনই বাড়ির দামি জমিকে ধানি জমি দেখিয়ে কম মূল্যের দলিলে রেজিস্ট্রি করা হয়ে থাকে। আর এ ধরনের দলিলে তাকে দেওয়া লাগে মোটা অংকের উৎকোচ। সবেচেয়ে ভয়ংকর পন্থায় টাকা আদায় করেন লেট ফি নামক একটি খাতে। তিনি সকালের অফিসে আসেন বিকেলে। অথচ লেট ফি দিতে হয় দলিল লেখকদের। প্রতি দলিলে তিনি লেট ফি আদায় করেন

১শ টাকা করে।

সূত্র মতে এ ধরনের বিভিন্ন খাতের টাকা সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে টাকার ভারে ভারী হয়ে যায় ব্যাগ। তবে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবর কারো হাত থেকে সরাসরি টাকা নেন না। টাকা হাতিয়ে নিয়ে ব্যাগ ভরে দেয় অফিসের একজন তার নাম বুলবুল। সাব-রেজিস্ট্রারের বিদায় বেলা এক স্যালুটে বুলবুলের পকেটও ভরে যায় টাকায়।

এসব কথা ছড়িয়ে বেড়ায় আলমডাঙ্গার আকাশে-বাতাসে। ঠিক এমন অবস্থায় টনক নড়েছে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের। সময় মত অফিসে না আসা, দুর্নীতিতে ডুবে থাকা ও চরম স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরকে আল্টিমেটাম দিয়েছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী। সময় মত অফিসে না এলে প্রয়োজনে সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে ঢোকার সব পথ বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। সোমবার বিকেল পর্যন্ত মামুন বাবর অফিসে না আসায় উপজেলার সর্বোচ্চ এই দুই কর্মকর্তা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

সাব রেজিস্ট্রার মামুন বাবর সোমবার দিনভর অফিসে আসেননি এই সংবাদ পেয়ে দুপুরের পর থেকে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী সাব রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। অফিস থেকে কেউ একজন মামুন বাবরকে বিষয়টি গোপনে জানিয়ে দেন। ভয়ে তিনি আলমডাঙ্গায় কারো বাড়িতে আত্মগোপনে থাকেন। বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার এলাকা ছাড়লে ৫ টা ৫০ মিনিটে মামুন বাবর অফিসে ঢোকেন।

এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুনরায় সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁরা দু‘জনে মামুন বাবরকে সরকারি নিয়মে অফিস করতে আল্টিমেটাম দেন।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপার বাসিন্দা মামুন বাবর আলমডাঙ্গায় সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। তিনি সপ্তাহে তিনদিন প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার ঝিনাইদহ থেকে আলমডাঙ্গায় এসে দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরের অফিসে আসার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তিনি কোন কোন দিন আসেন দুপুরে আবার কোন কোন দিন আসেন বিকেলে। এ নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।

তার স্বেচ্ছাচারিতার কাছে অফিসের বেশীরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী অসহায় হয়ে থাকেন। হাতে গোনা কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তিনি দলিল লেখকদের ওপর রীতিমত স্টিমরোলার চালান।

সূত্র জানায়, বছর দুয়েক আগে চরম স্বেচ্চাচারিতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাড়িয়ে দলিল লেখকরা মামুন বাবরের অপসারনের দাবিতে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এতে অচালাবস্থা দেখা দেয় সাব রেজিস্ট্রি অফিসে। কিন্ত মামুন বাবরের ক্ষমতার হাত দীর্ঘ হওয়ায় তাকে কেউ টলাতে পারেনি। তিনি জেকে বসেন অফিসে।

এরপর থেকে তার স্বেচ্ছাচারিতা শতগুণ বেড়ে যায়। তিনি অফিসের কয়েকজন অনুগতকে সাথে নিয়ে বিরাগভাজনদের ওপর স্টিমরোলার চালাতে থাকেন। কোনদিন অফিসে আসেন আবার কোনদিন অফিসে আসেন না। গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে যান। তিনি কারও কাছে জবাবদিহি করতে রাজি নন। মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে শহরময় আলোচনা হতে থাকে। মামুন বাবরের অদৃশ্য শক্তির কাছে সবাই নত স্বীকার করতে থাকে। দিনের পর দিন চলতে থাকে এভাবেই।

এ ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের যত ক্ষমতা থাকে খাকুক। তাকে সরকারি নিয়ম মেনে অফিসে আসতে হবে। না এলে তার বিরুদ্ধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে তার জন্য উপজেলার গেইট বন্ধ করে দেওয়া হবে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, সময় মত অফিসে না এলে আইনানুযায়ী সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি মোবাইল রিসিভ করেননি।

কোটচাঁদপুরে কারেন্ট জাল জব্দ ও জরিমানা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ৩’শ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ ও জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এ সময় জব্দকৃত জালগুলো জনসম্মুখে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার (১১ আগষ্ট) বিকালে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগের যৌথ অভিযানে শহরের বিভিন্ন দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

এ সময় বলুহর বাসস্ট্যান্ড এলাকার শ্রী রতন হালদার এর দোকানে অভিযান পরিচালনা করে ২৫ পিচ (৩’শ মিটার) অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। পরে মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ ১৯৫০ আইনের ৫(১)ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন। এ সময় তিনি জানান, সরকারি আইন লংঘন করে কিছু অসাধু ব্যক্তি অবৈধ কারেন্ট জাল ব্যবহার করে উপজেলার বিভিন্ন নদীনালা,খাল-বিল ও জলাশয়ে জাটকা, ডিমওয়ালা পোনা মাছ ধরে বিক্রি করছে। এতে এসব মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর অকাল মৃত্যুতে জীববৈচিত্র হুমকির মুখে পড়ছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, সহকারি সার্টিফিকেট আল-মামুন সহ থানা পুলিশের একটি টিম। এ প্রসঙ্গে মৎস্য কর্মকর্তা বলেন, নিষিদ্ধ মাছ ধরার কারেন্ট জাল জব্দ অভিযান অব্যহত থাকবে।

হাসাদাহ বাজারে হাটচালীর চালের বেহাল দশা!

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ বাজারের কাচামালের হাটচালীর চালের বেহাল অবস্থা। এটি ভেঙ্গে পড়ে যে কোন সময় ঘটতে

পারে প্রাণ হানির মত বড় ধরনের দুর্ঘটনা ।

এই বাজারে অনেক দূরদূরান্ত থেকে জীবন জীবীকার তাড়নাই অনেকেই কাঁচা মালের ব্যবসা করতে আসেন । কিন্তুু এই হাটচালীর চাল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে যে কোন সময় সেটি ভেঙ্গে পড়তে পারেন এমনিই আশঙ্খার মধ্যে সবাই ব্যবসা করে চলেছেন ।

উপস্থিত কয়েকজন কাঁচামাল ব্যবসায়ীর সাথে কথা বললে তারা খুবিই দুঃখের সাথে বিষয়টি বর্নণা করে বলেন যে , আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে ব্যবসা করি একটি চালের বেহাল দষা। আর একটি চালের নিচে কোন প্রকার বসা যায়না কারন অল্প একটু বৃষ্টি হলেই চালের নিচে জ্বলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, কারণ ভীতরে মাটি নেই অনেক নিচু ।

বিষয়টি নিয়ে ঐ বাজারের ইজারাদার হাটমালিকের সাথে কথা বললে হাট মালিক হাসিবুল হক বিষু জানান যে , এই বাজারের ভীতরে প্রবেশ করার মত নেই কোন রাস্তার ব্যবস্থা । সরকারি জায়গা যেটুকু আছে সেটাও আবার বিভিন্ন লোকের দখলে, আমি এই সমস্যটি নিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষের জন সার্থে ইতোপূর্বে সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত ভাবে আবেদন করেছিলাম সেখান থেকে আমাদেরকে আশা দেখিয়ে ছিলেন, কিন্তুু জানিনা কি কারণে তা আর বাস্তবায়ন হয়নি ।

প্রয়জন হলে আমি আবারও বর্তমান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত আবেদন করবো। বিষয়টি নিয়ে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস.এম মুনিম লিংকনের সাথে কথা বললে তিনি এই সমস্যাটি অতি দ্রুত সমাধান করবেন বলে এমনটিই জানান। এটি যাতে অতি দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা হয় তার জন্য এলাকার সর্ব সাধারণ জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ উর্ধ্বতন সকলের সু-দৃষ্টি কামনা করেছেন।

মেয়ের বাবাকে কুপিয়ে আহত করার

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

দাবি করেন তিনি। এ বিষয়ে কথা বক্তব্য জানতে পল্লী চিকিৎসক সেলিমের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দিলে বন্ধ পাওয়া যায়।

গাংনীর সাহারবাটিতে সততার পুরস্কার পেলেন দুই নৈশ প্রহরী

টাকা ভর্তি মানিব্যাগ পেয়ে তিনদিন পর প্রকৃত মালিককে মানিব্যাগ পৌঁছে দেয়াই সততার প্রতিদান হিসেবে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনে পুরস্কৃত হলেন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি বাজারের দুই নৈশ প্রহরী।

সোমবার পড়ন্ত বিকেলে সাহারবাটি বাজারের দুই নৈশ প্রহরী আমজাদ হোসেন ও সারাত হোসেন কে পুরস্কৃত করেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি, সাহারবাটি স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ রাকিবুল ইসলাম টুটুল। নৈশ প্রহরী পুরস্কৃত হয়ে টাকা ভর্তি মানিব্যাগ এর চেয়েও অনেক বেশি সম্মানিত হয়েছেন বলে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সেই সাথে সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি মনে করে অন্যের সম্পদ আমার কাছে আমানত স্বরুপ। একজনের জানমাল আমি নিরাপদে রাখলে,আমার জান মালের নিরাপত্তা অন্যরাও গুরুত্ব দেবে। পুরস্কার যে মানের ই হোক এটি লক্ষ-কোটি অর্থের চেয়েও অনেক দামি। মানিব্যাগে যে টাকা ছিল তা হয়তো কয়েক নিমেষেই ফুরিয়ে যেত। আত্মসম্মান পেয়েছি তা কখনো ফুরাবার নয়। পুরস্কৃত হবো এমন প্রত্যাশা আমাদের ছিল না। তবুও আমাদের কর্মের দ্বারা সম্মানিত হয়েছি।

ফেরত পাওয়া মানিব্যাগের মালিক ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল বলেন, গত তিনদিন আগে সাহারবাটি বাজারে আমার একটি মানিব্যাগ হারিয়ে যায়। মানিব্যাগে যে পরিমাণ টাকা ছিল তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাগজপত্র। আমার ফেসবুক ওয়াল সহ পরিবর্তনের মেহেরপুর নামক একটি ফেসবুক ওয়ালে মানিব্যাগটি ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

সে আহবানে সাড়া দিয়ে সাহারবাটি বাজারে নৈশপ্রহরী আমজাদ হোসেন ও

সারাত হোসেন আমাকে মোবাইল ফোনে ডেকে মানিব্যাগটি ফেরত দেন। আমি দুজন নৈশপ্রহরীর সততা দেখে হতবাক হয়ে পড়ি। মানি ব্যাগটি ফেরত পেয়ে খুলে দেখি তারা একটি টাকাতেও হাত দেয়নি বরং কাগজপত্রগুলো হেফাজতে রেখেছেন।

রাকিবুল ইসলাম টুটুল আরও বলেন, তাদের সততার মূল্য হয়ত দিতে পারব না তবুও হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে দুজনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এ সময় সাহারবাটি বাজারের ব্যবসায়ীসহ স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্লাবের সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জন্মাষ্টমী উদ্যাপন

ভগবান শ্রী কৃষ্ণের ৫২৪৬ তম আর্বিভাব উপলক্ষে মেহেরপুরের বিভিন্ন মন্দিরে উদ্যাপিত হলো শুভ জন্মাষ্টমী। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয় মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা, প্রার্থনা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠান হয়।

মেহেরপুর শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশরী কালি মন্দির, হরিজন পল্লীর রাঁধাগবিন্দ মন্দির, বকুলতলা হালদার পাড়া মন্দিরসহ জেলার ১০টি মন্দিরে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পাবলিক প্রসিকিউটার পল্লব ভট্টাচার্য, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট মেহেরপুর জেলা শাখার ফিল্ড সুপারভাইজার হ্যাপি সাহা, কম্পিউটার অপারেটর হুমায়ন রশিদ, শ্রী শ্রী সিদ্ধেশরী কালি মন্দিরের গন শিক্ষা কার্যক্রম এর শিক্ষিকা বন্যাদত্ত, হরিজন পল্লীর রাঁধাগবিন্দ মন্দিরের লিপিকা দে, বকুলতলা হালদার পাড়া মন্দিরের সুমনা সরকারসহ গান শিক্ষার অন্যান্য শিক্ষিকা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০ টায় উপজেলার করমদী কুমারপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন,করমদী শিকদার পাড়ার জামিরুল ইসলামের ছেলে টিপু সুলতান (৩৫) ও একই এলাকার বহলপাড়ার জমির উদ্দীনের ছেলে হাবিবুর রহমান হবি (৩৫)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান,দুজন মাদক ব্যবসায়ী ফেন্সিডিল পাচার করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর নির্দেশনা মোতাবেক অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। পরে টিপু সুলতানের কাছে ৫৫ ও হাবিবুর রহমান হবির কাছ থেকে ৩৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। আটককৃতদের নামে গাংনী থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হবে।

স্ত্রী করোনায় আক্রান্ত হয়ে লকডাউনে, স্বামী ব্যস্ত দোকানে

স্ত্রী নাছরিন বেগম করোনা আক্রান্ত হয়ে হোম আইসোলেশনে লকডাউন থাকলেও স্বামী রেজাউল হক দোকানদারী নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। এমনই এক ঘটনা ঘটিয়েছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া বাজারের ব্যবসায়ী রেজাউল হক।
জানা গেছে, এলাকাবাসীকে ভুল বুঝিয়ে, হুমকি ধামকি দিয়ে রেজাউল হক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ স্ত্রী কয়েকদিন ধরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়ি নিশ্চিন্তপুরে অবস্থান করছেন। বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা জানতে পেরে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম সেখান অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান পরিচালনা করে তিনি ব্যবসা প্রতিষ্টান বন্ধ করা সহ তাকে বাড়িতে অবস্থান করার পরামর্শ দেন।

[redacted]

[redacted]